Buda Ruidas
Dumpher driver

বুড়া রুইদাস (ডাম্পার ড্রাইভার) চুরুলিয়া গ্রাম

প্রশ্ন ঃ আপনার নামটা বলুন?

উত্তর ঃ বুড়া রুইদাস। প্রথমে আমি হালকা মানে ছোট ট্রাকে কাজ করতাম। তারপর ডাম্পারে উঠি। ডাম্পার চালাই '৯২ সাল থেকে।

প্রশ্ন ঃ '৯২ সাল থেকে কাদের কাজ করতেন?

উত্তর ঃ পাবলিকের গাড়ি চালাতাম। কেউ হয়তো গাড়ি দিয়েছে লাইনে সেটা চালাতাম। কয়লার গাড়ি। বছর সাতেক চালাবার পরে এস.টি. কোম্পানির কয়লার গাড়ি চালাতাম, চুরুলিয়া থেকে বারাবনি ডাম্পারে কয়লা নিয়ে যেতাম। এখন ঐ কোম্পানির গাড়ি চালাই না। এখন গোয়েঙ্কাদের গাড়ি চালাই।

প্রশ্ন ঃ আগের গাড়ি ছেড়ে এস.টি. তে জয়েন করলেন কেন?

উত্তর ঃ প্রায় রাত দিন ২৪ ঘন্টা খাটনি ছিল। ২৫০০-২৬০০ টাকা মাসে পেতাম। এস.টি. তে ৮ ঘন্টা ডিউটি ছিল, অনেক আরাম পেতাম।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, এস.টি. তে জয়েন করেই আপনি গোয়েঙ্কাদের গাড়ি চালাতে শুরু করেন। কোথায় কোথায় যান।

উত্তর ঃ মাইনসের ভিতরেই। নিচ থেকে লোড করে উপরে ওঠা।

প্রশ্ন ঃ এখন কেমন মাইনে পান?

উত্তর ঃ রেষ্ট না করলে, মাসে প্রায় ৩৩০০ টাকা।

প্রশ্ন ঃ রেষ্ট নিলে বা সপ্তাহে একদিন ছুটি করলে কত পাবেন মাসে?

উত্তর ঃ একটা ছুটির জন্য ১০০ করে বাদ যাবে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মেডিকেল সুবিধা বা অন্যান্য সুবিধা পান?

উত্তর ঃ ঐসব কিছু নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনার পি.এফ. বোনাস এইসব কিছু আছে?

উত্তর ঃ কিছু নেই।

প্রশ্ন ঃ অ্যাকসিডেন্ট হলে, মানে কাজ করতে করতে চোট লাগলে চিকিৎসার খরচ পান?

উত্তর ঃ সব নিজের খরচ। শুধু এ্যাটওয়ালের নিজের কর্মীদের ঐ সুবিধা আছে। বাকি কোম্পানিগুলোর নেই, মানে আমাদের নেই।

প্রশ্ন ঃ কটা কোম্পানির গাড়ি চলে এ্যাটওয়ালে?

উত্তর ঃ তিনটে বাইরের কোম্পানি গাড়ি চলে, এ্যাটওয়ালের নিজেদের গাড়ি ছাড়া।

প্রশ্ন ঃ সাব-কনট্রাকটার ক'টা আছে এ্যাটওয়ালে?

উত্তর ঃ ঠিক জানা নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি বাড়ি থেকেই যাতায়াত করেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ।

প্রশ্ন ঃ এখানে কতক্ষন ডিউটি।

উত্তর ঃ আট ঘন্টা করে। তিনটে সিফ্‌ট হয়। আমাদের রাতের শিফ্‌ট দেয় না।

প্রশ্ন ঃ মাইনসে গাড়ি চালানোর জন্য কি আলাদা ট্রেনিং নিতে হয়েছিল।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ট্রেনিং মানে ওরা বুঝিয়ে দিয়েছিল মাইনসের ভিতর থেকে কিভাবে গাড়ি নিয়ে উপরে আসতে হয়।

প্রশ্ন ঃ কতদিনের ট্রেনিং ছিল?

উত্তর ঃ মোট সাত দিনের।

প্রশ্ন ঃ মোট কত ডাম্পার চলে এখানে? কত কত টনের?

উত্তর ঃ ২৫-৩০ টা হবে। ৩৫ টন, ৪৫ টন এইসব।

প্রশ্ন ঃ আপনার এই কাজটা করতে কেমন লাগছে?

উত্তর ঃ সবদিন দিয়ে দেখলে ভালই লাগছে।

প্রশ্ন ঃ কাজের পরে অন্য কোথাও কাজ করেন? মানে সময়টা কি করেন?

উত্তর ঃ না, অন্য কোথাও কাজ করি না। বাকি সময়টা বাড়ির কাজ করলাম, না হলে পার্টি অফিসে গেলাম।

উত্তর ঃ কোন পার্টি করেন?

উত্তর ঃ সি পি এম পার্টি। এখানে এই পার্টিই চলে।

প্রশ্ন ঃ এস.টি. ছাড়লেন কেন?

উত্তর ঃ এস.টি. আমরা নিজেরা ছাড়িনি। এ্যাটওয়ালের বাবুরা বলেছিল আমাদের কোম্পানির গাড়ি এখনো আসেনি। তুমি তিন মাস এস.টি. কোম্পানির গাড়ি চালাও। গাড়ি এলে তখন নিয়ে নেব, এটা এইভাবে তিন মাস হয়ে যাবার পর আমি আবার বাবুদের বলি। তারপর এ্যাটওয়ালের ঘটক সাহেব এবং রায়চৌধুরী সাহেব আমাকে নিয়ে নেবে বলে এ্যাটওয়ালে। কিন্তু এখন এই কোম্পানির গাড়ি আসেনি তাই মোহন সিং এর গাড়ি এই এ্যাটওয়ালের আণ্ডারে চালাচ্ছি।

প্রশ্ন ঃ কোন ইউনিয়ন নেই এখানে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। সি পি এমের আছে, নকশালের আছে ও তৃণমূলের আছে। মোট তিনটে ইউনিয়ন আছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কোন ইউনিয়নে আছেন?

উত্তর ঃ সি পি এম এর ইউনিয়নে।

প্রশ্ন ঃ এবার আপনার ছোটবেলার কথা বলুন, কতদুর পড়াশুনা করেছেন?

উত্তর ঃ পড়াশুনো একদম করিনি। বাবা দিনমজুরের কাজ করতো, তাই পড়বো কি করে? বুঝতেই পারছেন কিভাবে চলতো আমাদের। তবুও আগেই আমাদের ভাল ছিল। এখন তো এই কোম্পানি আমাদের লুঠতে এসেছে। লুঠে একদিন চলে যাবে। আমাদের এখানে আগে একটা সিনেমা হল ছিল। ওটা এখন ফাঁকা। ওখানে বালি মাটি ডাষ্ট হত। পাড়ার অনেকে কাজ করতো।

প্রশ্ন ঃ ছোটবেলায় আর কি কি কাজ করেছেন?

উত্তর ঃ মাটি কেটেছি, গরুর গাড়ি চালিয়েছি, গাইতি দিয়ে কয়লা কেটেছি, মানে দু'নম্বরি কয়লার কাজ করেছি। জঙ্গলে চোরাই কয়লার কাজ হত। তারপর ভাবলাম এভাবে আর কতদিন চলবে? একটা ভাল পাকা কাজ করার চেষ্টা করি। তারপর থেকে গাড়ির লাইনে চলে আসি।

প্রশ্ন ঃ আগে কি কি ভাল ছিল?

উত্তর ঃ ধরুন ঝগড়া ঝাটি, মাতলামি এইসব ছিল না। এখন লোকে দু'টো পয়সা পেয়ে এইসব শুরু করেছে।

প্রশ্ন ঃ এখানে কতদিন কয়লা পাওয়া যাবে?

উত্তর ঃ সে তো কোন ঠিক নেই। যতদিন পাবে এরা রয়ে যাবে। তারপর একদিন কয়লা শেষ হলে এরা চলে যাবে।

প্রশ্ন ঃ তখন কি হবে?

উত্তর ঃ জায়গাটা শ্মশান হয়ে যাবে। এখন যে লোকগুলি করে খাচ্ছে, সেটা থাকবে না। খাদ জলে ভরে যাবে।

প্রশ্ন ঃ এই যে এখানে গোয়েঙ্কা বা এমটা আসবে এটা আপনারা আগে জানতে পেরেছিলেন?

উত্তর ঃ লোকের মুখে শোনা যেত একটা কোম্পানি আসছে। এলাকার মানুষ আশা করেছিল তা হলে একটা কাজ হবে। আমাদের এখানকার নেতা বলেছিল সবাইকে মানে ফ্যামিলির একজন করে কাজ দিলে সবারই সুবিধা হবে। তারপর যখন কোম্পানি এখানে কাজ শুরু করল তখন ঐ নেতা কোম্পানির কাছ থেকে অনেক টাকা খেয়ে চুপ মেরে ঘরে বসে গেল।

প্রশ্ন ঃ কয়লা ফুরিয়ে গেলে কি করবেন?

উত্তর ঃ এখানে কয়লা ফুরাবার নয়।

প্রশ্ন ঃ এটা কি করে বলছেন।

উত্তর ঃ আমার যখন ৭-৮ বছর তখন থেকেই তো এখানে কয়লা দেখছি। কত কয়লা তুলবে। এই যে এখানে বসে আছেন, এর তলায়ও তো কয়লা আছে। মোটকথা এখানে সব জায়গাতেই কয়লা আছে। তাই আমার মন বলছে কয়লা এখনো বহুদিন চলবে। ফুরাবার সম্ভাবনা কম।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, কয়লা খুঁড়তে খুঁড়তে তো কোম্পানি এইসব গ্রামও নিয়ে নেবে। আপনার বাড়িও যাবে। তখন কি করবেন?

উত্তর ঃ কিছু করার নেই। পুলিশের বড়কর্তারা কোম্পানির সঙ্গে আসে। প্রতিবাদ করতে গেলে হয়তো থানার বড়বাবু এসে ঘাড়টা ধরে নেবে।

প্রশ্ন ঃ এখানে এরকম হয়েছে?

উত্তর ঃ বহুতবার হয়েছে। পুলিশ একটা কেসে ফাঁসিয়ে দেবে। সবার সংসারে টান আছে, তো কে বলতে যাবে। এই এখানে এমটার ব্লাষ্টিং হয় আমার বাড়ি-ঘর পর্যন্ত ভুমিকম্পের মত কেঁপে ওঠে। আপনি বসতে পারবেন না। আর গোয়েঙ্কাদের ব্লাষ্টিং অনেক ভাল। ৪০-৫০ ফুট দূরেও মালুম হবে না। তো এমটার এই ভয়ঙ্কর ব্লাষ্টিং নিয়ে কি কেউ কিছু বলতে যায়। যাবে না, ভয় আছে। কারণ এমটা পুলিশ দিয়ে কেস খাইয়ে দেবে।

প্রশ্ন ঃ পার্টি থেকে কিছু বলছে না?

উত্তর ঃপার্টি বলাতে, কোম্পানি একটা মেশিন এনে দেখিয়ে ছিল ব্লাষ্টিং এর টেষ্ট। তখন হালকা ব্লাষ্টিং করিয়েছিল। এই হাইস্কুলের পিছনে টেষ্ট করেছিল।

প্রশ্ন ঃ আমরা কিন্তু গোয়েঙ্কা আর বেঙ্গল এমটার কাগজ দেখেছি। তাতে দেখেছি গোয়েঙ্কা চলবে ২৮ বছর আর এমটা চলবে ২২ বছর।

উত্তর ঃ ওটা ভুল কথা। গোয়েঙ্কারটা হয়তো ঠিক। এমটা কথা ভুল শুনেছেন। কারণ এমটার অনেক বেশী রেজিং হয়, আর গাড়িও বেশী গোয়েঙ্কাদের তুলনায় তাই দেখবেন হয়তো ১৫ বছরেই এমটা কাজ শেষ চলে যাবে।

প্রশ্ন ঃ তখন কি করবে মানুষ?

উত্তর ঃ কি আর করবে? চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই এইসব করবে। মানুষ খেতে না পেলে আর কি করবে বলুন?

প্রশ্ন ঃ ই সি এল যে এমটাকে দিয়ে দিল এ ব্যাপারে আপনার কি ধারণা?

উত্তর ঃ ই সি এলকে দিয়েছে আমাদের লোকের বদ দোষের জন্য। ই সি এল-এর লোকেরা ফাঁকি দিত, বসে বসে পয়সা নিত। তো এই করে ই সি এল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ওদের লোকে এক মাস নাগা (কামাই) করে, হাজিরা বাবুদের কিছু টাকা দিয়ে পুরো মাসের হাজিরা লিখিয়ে নিত। এতে তো কোম্পানি লস হবেই।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা ই সি এল যদি এখনো এখানে কাজ নিজে চালাত, তাহলে কি আপনাদের উন্নতি হত?

উত্তর ঃ অনেক উন্নতি হত। আগে এখান দিয়ে একটা রেল চলত সেটা তো এখন নাই। কেউ একবেলা কাজ পেলেও অন্য বেলা কয়লা চুরি করে দু'পয়সা কামাতে। ই সি এল গর্ত ভর্তি করে দিত। এমটা তা করে না। দু'পাশে দেখুন পাহাড় করে দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ই সি এল খনিগুলি প্রাইভেটকে দিয়ে দিচ্ছে, একে আউটসোর্সিং বলে। কথাটা শুনেছেন।

উত্তর ঃ না, ঐ কথাটা শুনি নাই।

প্রশ্ন ঃ কয়লাখনির জাতীয়করণ কেন হয়েছিল। এ ব্যাপারে কিছু জানেন?

উত্তর ঃ না, কিছু জানা নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনার গ্রামের বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ কি আর বলব? বলার তেমন কিছু নেই।

প্রশ্ন ঃ বিয়ে করেছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ১৯৯৬ সালে বিয়ে করেছি। একটা ছেলে, দুটো মেয়ে আছে।

প্রশ্ন ঃ আপনার স্কুটার বা সাইকেল আছে? আর টি ভি আছে?

উত্তর ঃ সাইকেল আছে। টি ভিও আছে।